প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

শিক্ষকসংকট, অবকাঠামো আসবাবপত্রও নেই

গাজীউল হক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে শিক্ষকসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশকিছু কয়েকজন শিক্ষককে বদলি করায় এ সংকট দেখা দেয়। এদিকে প্রতিষ্ঠার ৩০ বছরেও কলেজে পর্যাপ্ত অবকাঠামো দাঁড় করা হয়নি। এর ওপর রয়েছে আসবাবপত্রের সংকট।

কলেজসূত্রে জানা গেছে, ২৩টি বিভাগে শিক্ষকের ১১১টি পদের মধ্যে ৩১টি শূন্য। এর মধ্যে ১৬টি বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের ২২টি পদের মধ্যে ১৯টি খালি। বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি, গাইনি, সাইকিয়াট্রি ও চক্ষু বিভাগে একটি করে এবং মেডিসিন বিভাগে খালি রয়েছে দুটি অধ্যাপকের পদ। একটি করে সহকারী অধ্যাপকের পদ খালি রয়েছে ফিজিওলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, রক্তপরিসঞ্চালন, কার্ডিওলজি, সাইকিয়াট্রি, দন্ত ও নিউরোলজি বিভাগে। সহকারী অধ্যাপকের একটি করে পদ শূন্য রয়েছে অ্যানাটমি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি ও কার্ডিওলজি বিভাগে। এনাটমি বিভাগে প্রভাষকের সাতটি পদের তিনটি ও কিউরেটরের একটি পদ শূন্য রয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রভাব বিস্তারকারী চার শিক্ষককে সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে।

কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৪ জন। কিন্তু তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হলেও এখন পর্যন্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়নি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তন নির্মিত হলেও সেখানে কোনো আসবাবপত্র নেই। ২০০৮ সালের জুলাইয়ে দুটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাসের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য গণপূর্ত বিভাগের কাছে আবেদন করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো জবাব মেলেনি। তবে কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী ওয়াহিদুল ইকবাল বলেন, বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবনে আসবাবপত্র দেওয়ার বিষয়ে কোনো বরাদ্দ ছিল না বলে জানান তিনি।

উপাধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫০ আসনের এ মেডিকেল কলেজে চার বছর থেকে ১০০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হচ্ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। যে কারণে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অধ্যক্ষ সাহারা খাতুন বলেন, শিক্ষকের শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য প্রতি মাসেই তাঁরা প্রতিবেদন পাঠান। আর অবকাঠামোর ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৯ সালের ২৮ নভেম্বর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম ব্যাচে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। পরে শিক্ষকসংকটে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ৫০ জন শিক্ষার্থীর ২৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও অন্য ২৫ জনকে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯২ সালের ১৫ আগস্ট নতুনভাবে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।